STEPPING STONE SCHOOL (HIGH)

Class- IV

Subject- 2nd Language (Bengali)

Time- 30 minutes

Topic- prose

Date- 30/06/2020

Worksheet- 27

নিচে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর লেখো। 2nd language বাংলার জন্য তোমাদের দুটি খাতা হবে, একটি টেক্সট বই-এর জন্য এবং অন্যটি ব্যাকরণের জন্য। দুটি খাতাই হবে দু-দিকে single ruled খাতা। আজকের বিষয়টি তোমরা টেক্সট বই এর জন্য যে খাতা সেই খাতায় লিখবে। লেখা শুরুর সময় পৃষ্ঠার উপরে অবশ্যই ওয়ার্কশীট নম্বর এবং তারিখ দেবে। তোমরা Blue gel পেন দিয়ে লিখবে। লেখা যাতে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হয় সে বিষয়ে যত্নবান হবে। খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় সূচিপত্রটি পূরণ করবে।

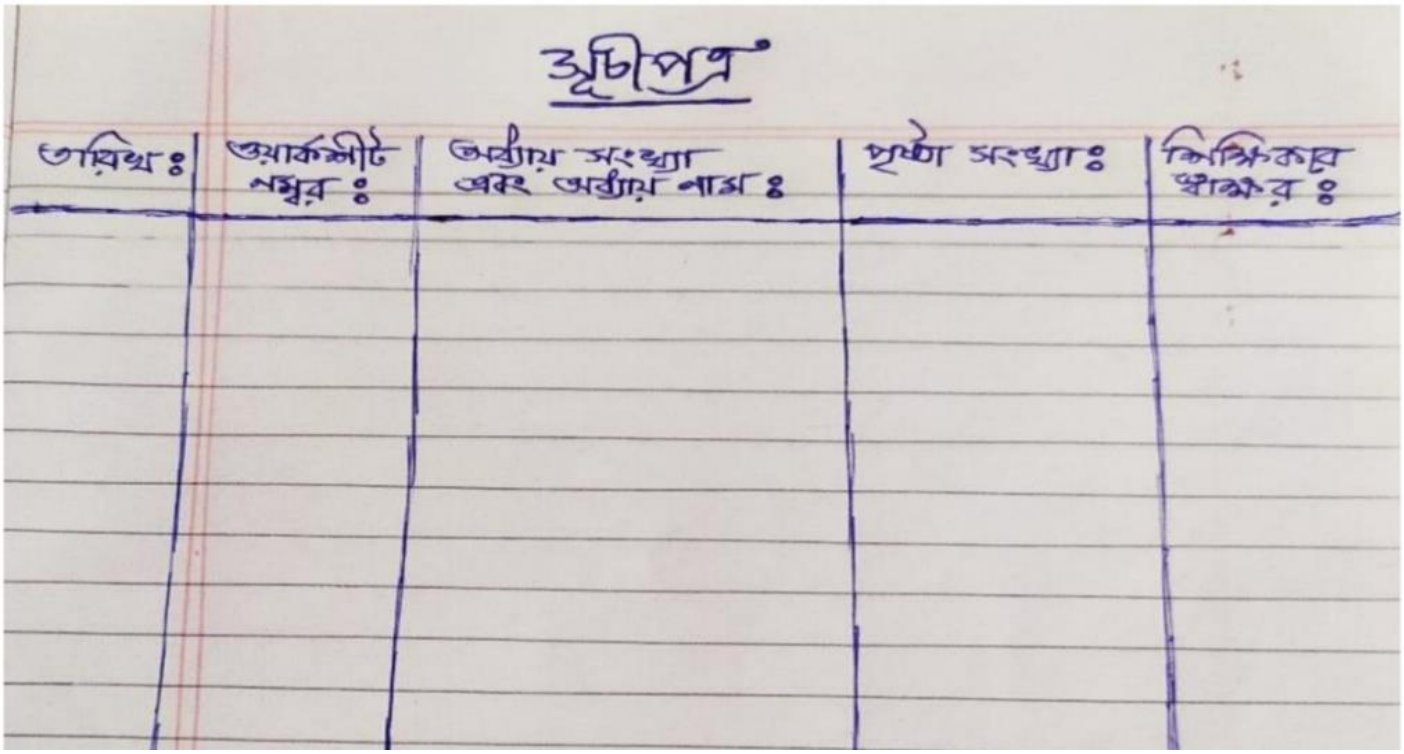

আজ আমরা পড়বো তোমাদের টেক্সট বই অর্থাৎ 'সঞ্চয়িতা' বইয়ের তৃতীয় গদ্য ক্ষিতিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের লেখা 'পিঁপড়েদের কথা'। পৃষ্ঠা-২০.

গল্পটির শুরু থেকে অর্থাৎ "পিঁপড়ে পতঙ্গ জাতের প্রাণী..." থেকে পঞ্চম প্যারাগ্রাফের শেষ অর্থাৎ "...জমাট লালা সুতোর মতো করে ব্যবহার করে, পাতা জুড়তে শুরু করে"। এই পর্যন্ত আমরা আজ পড়বো।

পিঁপড়েদের কথা

ক্ষিতিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

পিঁপড়ে পতঙ্গ জাতের প্রাণী। মৌমাছি বা অনুরূপ অন্যান্য পতঙ্গের সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে এদের প্রচুর মিল আছে। মৌমাছিদের মতন এরাও তিন রকম হয়— স্ত্রী, পুরুষ আর কর্মী বা ক্লীব এবং মৌমাছিদের মতো এখানেও কাজকর্ম যা কিছু সব কর্মীদেরই করতে হয়। আমরা সাধারণত যে সব পিঁপড়ে দেখতে পাই তারা সবাই এই কর্মীর দল। স্ত্রী আর পুরুষ পিঁপড়েরা সচরাচর গর্তের বাইরে আসে না— গর্তের ভিতরেই বাস করে। তবে ডিম দেবার আগে, বিশেষ করে বর্ষার দিনে বাদলা কেটে যাবার পর, সময় সময় দেখা যায় দল বেঁধে একদল পাখাওয়ালা পিঁপড়ে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে আর পাখিরা এসে তাদের ধরে ধরে খাচ্ছে। আমরা ভাবি, বেচারাদের বুঝি পাখি হবার সাধ হওয়াতেই এই বিপত্তি, আর মুখেও বলে— 'পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরিবার জন্য'।

কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। এই পাখাওয়ালা পিঁপড়েদের পাখা হঠাৎ 'মরিবার জন্য' গজায় না, পাখা ওদের বরাবরই থাকে— কারণ ওরা কর্মী-পিঁপড়ে নয়, এরা স্ত্রী আর পুরুষ-পিঁপড়ে, গর্তে থাকে বলে অন্য সময়ে আমরা ওদের খবর রাখি না। কর্মী পিঁপড়েদের অবশ্য পাখা দেখা যায় না।

মাছি, মশা, মৌমাছি ইত্যাদির মতো পিঁপড়েদেরও ডিম ফুটে বেরিয়ে কিছু সময় শূক অবস্থায় কাটিয়ে খোলসে বন্দি থাকতে হয়। খোলসের মধ্যেই ওদের চেহারা বদলে পিঁপড়ের চেহারায় রূপান্তরিত হয়, আর তার পরই ওরা খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসে। পিঁপড়েরও আবার নানা জাত আছে। ছোটো লাল পিঁপড়ে, কালো পিঁপড়ে, মাঝারি আকারের হুল-বসানো পিঁপড়ে (যাদের কামড়ে ভীষণ জ্বালা), বড়ো আকারের কালো ডেয়ো পিঁপড়ে বা লাল কাঠ-পিঁপড়ে (এরাও কামড়াতে ওস্তাদ) ইত্যাদি।

পিঁপড়েরা যে খুব বুদ্ধিমান প্রাণী তা এদের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি লক্ষ করলেই জানা যায়। কীটতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা এ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন এবং তার ফলে যে সব তথ্য আবিষ্কার করেছেন তা এক কথায় আশ্চর্য। লর্ড আভেরি নামে একজন পণ্ডিতের পোকামাকড় সম্বন্ধে অদ্ভুত বাতিক ছিল। নিজের বাড়িতে তিনি পোকামাকড়ের এক চমৎকার 'চিড়িয়াখানা' বানিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, মানুষের মতো অনেক পোকামাকড়ের বুদ্ধি আছে, এমনকি চিন্তা করবার ক্ষমতাও আছে, আর এ জিনিস সবচেয়ে বেশি আছে পিঁপড়ের।

পিঁপড়েরা সামাজিক জীব, দল বেঁধে একসঙ্গে অসংখ্য পিঁপড়ে বাস করে। পিঁপড়েদের বাড়ি— যাকে আমরা বলি পিঁপড়ের গর্ত, খুঁড়ে দেখলে মনে হবে এ তো বাড়ি নয়, এ যে দস্তুরমতো এক-একটা গ্রাম বা শহর! একবার এক কীটতত্ত্ববিদ এই রকম একটা গ্রাম খুঁড়ে বার করেছিলেন— যেটা ছিল সিকি মাইল লম্বা আর সিকি মাইল চওড়া। পাঁচ লক্ষ পিঁপড়ে ছিল সেই গ্রামের বাসিন্দা। আমাদের অনেক বড়ো বড়ো শহরেও অত লোক থাকে না। শুধু কি তাই? কলকাতায় আজকাল কিছু কিছু আকাশছোঁয়া বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়— দশতলা, বারোতলা বা আরো কিছু উঁচু। আমেরিকার বড়ো বড়ো শহরে তো বহুদিন আগে থেকেই ৪০/৫০ তলা বা আরও ঢের উঁচু বাড়ি তৈরি হচ্ছে। কিন্তু পিঁপড়েরাও যে ৪০/৫০ তলা বাড়ি তৈরি করতে ছাড়ে না সে খবর রাখো কী? তবে তফাত, মানুষ এইসব বাড়ি বানাতে সাহায্য নেয় যন্ত্রপাতির, পিঁপড়েরা নিজেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়েই সে কাজ হাসিল করে। কোনো কোনো পিঁপড়ে আবার 'ইট'ও তৈরি করতে জানে। অবশ্য আমাদের মতো ইট নয়,— কাদা, গাছের পাতা, পচা কাঠ ইত্যাদি জোগাড় করে মুখের লালার সঙ্গে মিশিয়ে তারা এক রকম ছোটো ছোটো টুকরো বানিয়ে তাই দিয়েই বাড়ি গেঁথে নেয়। এগুলোকে ওদের ইট বললে ভুল বলা হবে না নিশ্চয়ই? কাঠ-পিঁপড়েদের বাড়ি আবার অন্য কৌশলে বানানো। গাছের পাতা সেলাই করা গোল গোল বলের মতো ঝুলন্ত এই সব বাড়ি যখন বাতাবি লেবুর মতো গাছে ঝুলতে থাকে তখন সে আর-এক দৃশ্য! সেলাই করা বলছি— সুতো পায় কোথায়? সুতো ওরা জোগাড় করে ওদেরই বাচ্চা অর্থাৎ শূককীটের কাছ থেকে। বাচ্চাদের ধরে এনে বসিয়ে দেয় পাতার ওপর, তার পর তাদেরই মুখের চটচটে লালা নিয়ে সেই জমাট লালা সুতোর মতো করে ব্যবহার করে, পাতা জুড়তে শুরু করে।

❖ **এসো এবার আমরা দেখে নিই উপরে দেওয়া গল্পাংশটির মাধ্যমে লেখক কি বোঝাতে চাইলেন।**

মূল বক্তব্য:-

আলোচ্য গল্পে পিঁপড়েদের জীবন সম্পর্কে লেখক গল্পের আকারে অনেক মজার কথা বলেছেন। পিঁপড়ে একটি পতঙ্গ জাতীয় প্রাণী, যারা দলবদ্ধ ভাবে বাস করে। পিঁপড়েরা তিনটে প্রজাতির হয়, স্ত্রী, পুরুষ এবং কর্মী। তবে সমস্ত কাজকর্ম কর্মী প্রজাতীর পিঁপড়েরাই করে। আমরা সাধারণত যে পিঁপড়েদের দেখতে পাই, সেগুলি হল কর্মী পিঁপড়ে। স্ত্রী আর পুরুষ পিঁপড়েরা সাধারণত গর্তের বাইরে আসে না। বর্ষার পর আমরা একদল পাখাওয়ালা পিঁপড়েকে আকাশে উড়তে দেখি, এরাই হল স্ত্রী এবং পুরুষ প্রজাতির পিঁপড়ে। এদের পাখা থাকে। অন্যান্য পতঙ্গের মতো পিঁপড়ে জন্মাবার সময় খোলসের মধ্যেই তাদের চেহারা রূপান্তরিত হয় এবং তারপর খোলস ভেঙে তারা বেড়িয়ে আসে। এদের নানা ধরন রয়েছে, যেমন লাল পিঁপড়ে, কালো পিঁপড়ে, কাঠ পিঁপড়ে, ডেয়ো পিঁপড়ে ইত্যাদি। পিঁপড়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সমাজবদ্ধ প্রাণী। এরা বাস করে গর্তের মধ্যে। একটি গর্ত খুঁড়লে দেখা যাবে সেটি পঁচিশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত পিঁপড়ে একসঙ্গে তাতে থাকতে পারে, যা বড় বড় শহরের মানুষের সংখ্যার থেকেও অনেক বেশি। পিঁপড়েরা সাধারণত নিজেদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে ঘর তৈরি করে। মুখের লালার সঙ্গে কাদা, গাছের পাতা, পচা কাঠ ইত্যাদি মিশিয়ে, টুকরো টুকরো এক জাতীয় বস্তু বানায়, যা তাদের বাড়ি তৈরির উপকরণ। আবার কাঠপিঁপড়েরা গাছের পাতা গোল গোল করে সেলাই করে বাসা বানায়। সেলাইয়ের জন্য যে সুতা ব্যবহার করে সেটি আসলে তাদের শুককীটের মুখের চটচটে লালা।

আজ এই পর্যন্তই আমরা পড়লাম। পরের দিন গল্পের বাকি অংশটা পড়বো।

এখন আমরা গল্পের যতোটুকু অংশ পড়লাম তার অন্তর্গত কিছু শব্দার্থ ও বানান দেখে নেবো।

শব্দার্থ:-

পতঙ্গ- পাখাযুক্ত কীট

অনুরূপ- একই ধরনের

ক্লিব- যেটা পুরুষ ও স্ত্রী কোনটাই নয়

কর্মী- যে কাজ করে

সচরাচর- সাধারণত

বিপত্তি- বিপদ

শুক- কীট পতঙ্গের ডিম ফুটে বের হওয়ার পরবর্তী দশা

রূপান্তরিত- পরিবর্তিত

বানান:-

পতঙ্গ

অনুরূপ

রূপান্তরিত

কীটতত্ত্ববিদ্

দৃশ্য

শূককীট

এবার তোমরা উপরের এই শব্দার্থ ও বানান গুলি মুখস্থ করে নির্দিষ্ট খাতায় লেখো।